১৫২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 FEB 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

গ্রামীণ শিক্ষার একটি সাধারণ চিত্র

পত্রিকান্তরের একটি খবরে জানা যায়, খুলনা বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র বেশ করুণ। অর্ধেকেরও বেশী গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে সেগুলিতেও বিরাজ করিতেছে বিভিন্ন সমস্যা। খুলনা বিভাগের দশটি জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা ৯ হাজার ২শত ১৯টি। ইহার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ৪ হাজার ৩শত ২২টি গ্রামে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এখানে কয়েক লক্ষ শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবের পাশাপাশি রহিয়াছে শিক্ষক স্বল্পতা। বিভাগটিতে ২১ হাজার ৮১টি পদ দীর্ঘদিন শূন্য রহিয়াছে। এইসব পদে কোনো শিক্ষক নাই। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষদের সন্তানসন্ততির জন্য লেখাপড়ার প্রধান ভরসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কোনো কোনো গ্রামে স্থানীয় উদ্যোগে কিংবা এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহার সংখ্যা নগণ্য। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা সম্প্রসারণ করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অপরিহার্য।

গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশা কোনো নূতন ঘটনা নয়। যুগের পর যুগ হইতে এরকমই চলিতেছে। গ্রামের প্রাইমারী স্কুল মানেই দারিদ্র্য ও দুরবস্থার স্বরূপ। চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ইত্যাদি থাকিলে হয়তো বিদ্যালয় ভবনটির অবস্থাই শোচনীয় আবার কোথাও বিদ্যালয় ভবন থাকিলে আসবাবপত্র ও শিক্ষকের অভাব। এই অবস্থার মধ্য দিয়াই যুগের পর যুগ ধরিয়া গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার কাজ চলিতেছে। এভাবেই হইতেছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন। বিষয়টি মনে হয় কেউই খুব বেশী গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করেন নাই। গোটা ব্যাপারটাই দেখা হইয়াছে যেন অগভীরভাবে। এদিকে সার্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষার প্রসার, সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ নানা কর্মসূচী ও পরিকল্পনার কথা বার বার শোনা যাইতেছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ কিংবা কাজের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীসহ আরো বহু কার্যক্রমও সময়ে সময়ে গৃহীত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এসব কোনো কিছুই প্রাথমিক শিক্ষার সংকট মোচনে বিশেষ কোনো কার্যকর ভূমিকা বিগত আমলাগুলিতে রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ কথা সত্য যে, দেশে শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সহিত মিলাইয়া দেখিলে তাহাও খুব উৎসাহব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইবে না। তবু শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সার্বিকভাবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার উন্নয়নে সেদিক হইতে অনেক কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে।

এসব সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুরবস্থার চিত্রই এখন পর্যন্ত বাস্তবতা। এই বাস্তবতার আলোকেই দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত চেহারাটাও অবলোকন করিতে হইবে। কেননা গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষাকে এভাবে দৈন্যদশা ও দুরবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া দেশে প্রকৃত অর্থে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুরবস্থার প্রধান কারণ গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য। অভাব ও দারিদ্র্য বশতই অসংখ্য শিশু শিক্ষার সুযোগ পায় না; স্কুলে যাওয়ার বয়সেই জীবিকার সন্ধানে ছুটিতে বাহির হয় এবং যাহারা স্কুলে ভর্তি হয় তাহারাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গানোর আগেই স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এখানেও দরিদ্র পিতামাতার দুরবস্থা, অসংগতিই ও অসচেতনতা মূল কারণ। তাই দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইলে দারিদ্র্য দূর করারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে গ্রামের পর গ্রামে যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থাকে নানা সমস্যায় জর্জরিত, এতো বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সবার জন্য শিক্ষা কিংবা শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচী বিঘ্নিত হইতে বাধ্য। আমরা মনে করি, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করিতে হইলে আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়শূন্য গ্রামগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং যেসব স্কুল আছে সেইসব স্কুলের সমস্যা ও দুরবস্থা দূর করিয়া সেখানে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে যুগে বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে সেযুগে আমাদের দেশে বহু অঞ্চলে এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নাই ইহা যেন ভাবিতেও বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু ইহাই হইতেছে বাস্তবতা। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকলেই গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষার এই দৈন্যদশা দূর করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।